কলকাতা উচ্চ আদালতে

(ফৌজদারি সংশোধনমূলক এক্তিয়ার)

আপিল বিভাগ

বর্তমানঃ

বিচারপতি বিভাস রঞ্জন দে

সি. আর. আর. ৪২৫ এর ২০১৬

শ্রীমতি, হলদিয়া স্টিলস লিমিটেড

বনাম

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য এবং আরেকজন

সাথে

সি. আর. আর. ৪২৬ এর ২০১৬

আইএ নং সিআরএএন ২ এর ২০১৬ (সিআরএএন ১৭৩২ এর ২০১৬)

শ্রীমোতি, হলদিয়া স্টিলস লিমিটেড

বনাম

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য এবং আরেকজন

শ্রী সন্দিপন গাঙ্গুলি, সিনিয়র আইনজীবী

শ্রীমতি মানসমিতা মুখার্জি, আইনজীবী

শ্রী রাহুল গাঙ্গুলি, আইনজীবী.

শ্রী পঙ্কজ আগরওয়াল, আইনজীবী.

শ্রীমতি চম্পা পাল, আইনজীবী.

.....সি. আর. আর ৪২৫ এর ২০১৬ পিটিশনারের পক্ষে

শ্রী রাহুল গাঙ্গুলি

শ্রীমতি মানসমিতা মুখার্জি

শ্রী পঙ্কজ আগরওয়াল, উকিল

শ্রীমতি চম্পা পাল, উকিল ।

..... সি. আর. আর. ৪২৫ এর ২০১৬ রাজ্যের পক্ষে ছিলেন

শ্রী। ইমারন আলী উকিল

শ্রীমতি দেবজানি সাহু, উকিল।

.....সি. আর. আর. ৪২৬ এর ২০১৬ রাজ্যের পক্ষে ছিলেন

শ্রী। বিদ্যুৎ কুমার রায়

শ্রীমতি। দেবজানি সাহু

..... সিআরআর ৪২৬ এর ২০১৬ রাজ্যের জন্য

শ্রী। শচিত তালুকদার

শ্রী। অনিরুধ্যা দত্ত।

..... সিআরআর নং উভয় ক্ষেত্রে ২ নং বিপরীত পক্ষের জন্য।

৪২৫ এর জনাব শচিত তালুকদার

শ্রী অনিরুধ্যা দত্ত।

..... সিআরআর নং উভয় ক্ষেত্রে ২ নং বিপরীত পক্ষের জন্য।

৪২৫ এর ২০১৬ এবং ২০১৬ এবং ৪২৬ এর ২০১৬

শুনেছেনঃ ২৯.০৭.২০২৩,০১.০৮.২০২৩,০২.০৮.২০২৩,

০৪.০৮.২০২৩,০৯.০৮.২০২৩,২৫.০৯.২০২৩

রায়ঃ **১৭ অক্টোবর, ২০২৩**

বিচারপতি, বিভাস রঞ্জন দে

১। অভিন্ন বিতর্কিত সমস্যা রয়েছে এমন উভয় পুনর্বিবেচনার আবেদনই এই সাধারণ দ্বারা নিষ্পত্তি করা প্রয়োজন। রায়।

সিআরআর ৪২৫ এর ২০১৬

পটভূমিঃ-

২। ঐ মামলার আরও তদন্তের জন্য আবেদন প্রত্যাখ্যান করে মাননীয় চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক প্রদত্ত ০৫.১০.২০১৫ তারিখের আদেশকে চ্যালেঞ্জ করে আবেদন দায়ের করা হয়েছিল।

৩। ফৌজদারি কার্যবিধির ১৫৬ (৩) অধীনে আবেদনকারী কর্তৃক কলকাতার লার্নড চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে একটি আবেদন দায়ের করা হয়েছিল যা শেক্সপিয়ার সরনী থানায় পাঠানো হয়েছিল যেখানে পিটিশনার্স কোম্পানি, মেসার্স হলদিয়া স্টিলস লিমিটেড দ্বারা ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা ১২০বি/৪০৬/৪২০ অধীনে ৩১৮ এর ২০১৪ নং শেক্সপিয়ার সরনী পুলিশ স্টেশন মামলা হিসাবে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল। শ্রীমোতি,হলদিয়া স্টিলস লিমিটেডের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন কৌশিক ব্যানার্জি, একজন ম্যানেজার এবং বিপরীত পক্ষের বিরুদ্ধে অনুমোদিত প্রতিনিধি নং- ২, মেসার্স হরিয়ানার স্বত্বাধিকারী সুরেশ কুমার আগরওয়াল খনিজ পদার্থ । উপরোক্ত অভিযোগটি দায়ের করা হয়েছিল, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, যে আবেদনকারী কোম্পানি অগ্রিম করতে প্ররোচিত করা হয়েছিল ডিমান্ড ড্রাফ্টের মাধ্যমে ৫০,০০,০০০/- (পঞ্চাশ লক্ষ) টাকা প্রদান ম্যাঙ্গানিজ আকরিক সরবরাহের দিকে যা যথাযথভাবে জমা দেওয়া হয়েছিল২নং বিপক্ষের হিসাব। কিন্তু অগ্রিম পরিমাণ কোনও ম্যাঙ্গানিজ আকরিক সরবরাহ না করে অপব্যবহার করা হয়েছিল

স্মারকলিপি অনুযায়ী আবেদনকারীর কোম্পানি ১২.১২.২০০৭ তারিখের বোঝাপড়া যার মাধ্যমে বিপরীত পক্ষ নং ২ এর দ্বারা উত্থাপিত সমস্ত ম্যাঙ্গানিজ আবেদনকারীকে সরবরাহ করতে সম্মত হন কোম্পানি, আর কেউ নয়।

৪। ১২.১২.২০০৭ তারিখের চুক্তির স্মারক অনুসারে বিপরীত পক্ষ নং 2 মালিকানার মালিক হচ্ছে হরিয়ানার নাম এবং শৈলীতে খনির ব্যবসা খনিজ তার মালিকানা ব্যবসা একটি রূপান্তর ছিল প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি। এই ধরনের অন্তর্ভুক্তির উপর, বিপরীত পার্টি নং ২ ছিল তার সমস্ত শেয়ার আবেদনকারীর কাছে হস্তান্তর করা মোট পাওয়ার পরে ২০.০৩.২০০৮ এর মধ্যে সংস্থা বা এর মনোনীত ৩,২০,০০,০০০.০০/- টাকা। (তিন টাকা) কোরার মাত্র ২০ লাখ)। চুক্তি সম্পাদনের সময় আবেদনকারী সংস্থাকে ৫০,০০,০০০/- (পঞ্চাশ লক্ষ টাকা) দিতে হয়েছিল। চুক্তি অনুসারে, আবেদনকারীর সংস্থাকে প্রাপ্তির বিপরীতে নগদ 1,00,00,000/- (এক কোটি টাকা) প্রদান করার কথা ছিল তারপর। ১৫ ফেব্রুয়ারী, ২০০৮ এ আবেদনকারীর সংস্থা ছিল বিপরীতে ২৫,০০,০০০/- (পঁচিশ লক্ষ টাকা) দিতে হবে পার্টি নং ২। আবার ২০.০৩.২০০৮ তারিখে আবেদনকারীর কোম্পানী ছিল ৯৫,০০,০০০/- (পঁচানব্বই লক্ষ টাকা) দিতে হবে। সমঝোতা স্মারক অনুযায়ী আবেদনকারী কোম্পানি

অবশিষ্ট ৫০,০০,০০০/- (পঞ্চাশ টাকা লক্ষ) এর সময় বিপরীত পক্ষ নং ২ এর চেক দ্বারা মোট শেয়ার হস্তান্তর। এরই মধ্যে আবেদনকারীর কোম্পানি তারিখ থেকে ম্যাঙ্গানিজ আকরিক ক্রয় চালিয়ে যেতে হবে শেয়ার হস্তান্তর না হওয়া পর্যন্ত চুক্তি সম্পাদন। ২ নং পক্ষ ছিল সরকারের যাবতীয় রাজস্ব পরিশোধ করা। রয়্যালটি, বন সেস, ভাড়া, বিক্রয় কর এবং প্রদেয় অন্যান্য পাওনা তফসিলভুক্ত এলাকার সম্মান।

সিআরআর ৪২৬ এর ২০১৬

প্রেক্ষাপট

৫। তারিখের আদেশকে চ্যালেঞ্জ করে আবেদন করা হয়েছিল ০৫.১০.২০১৫ চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক প্রদত্ত, মামলার অধিকতর তদন্তের জন্য প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করেন।

৬। ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ১৫৬(৩) আবেদন পদ্ধতি (সংক্ষেপে ফজধারি কারজবিধি) আবেদনকারী এর আগে দায়ের করেছিলেন বিজ্ঞ চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট, কলকাতা যা শেক্সপিয়র সরণি থানায় পাঠানো হয় যেখানে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে শেক্সপিয়র সরণি থানামামলা নং ধারা ৩১৭ এর ১২০খ/৪০৬/৪২০ মোতাবেক আবেদনকারীর সংস্থা শ্রীমোতি, হলদিয়া কর্তৃক ভারতীয় দণ্ডবিধি স্টিলস লিমিটেডের ম্যানেজার কৌশিক বন্দ্যোপাধ্যায়

এবং বিপরীত পক্ষের বিরুদ্ধে অনুমোদিত প্রতিনিধি নং ২, শ্রীমোতি, মোহিনী ইন্ডাস্ট্রিজের মালিক দত্তুলাল মুরালিধারীজি গান্ধী। উপরোক্ত অভিযোগটি দায়ের করা হয়েছিল, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, অভিযোগ করা হয়েছিল যে আবেদনকারীর কোম্পানিকে ম্যাঙ্গানিজ আকরিক সরবরাহের জন্য ডিমান্ড ড্রাফ্টের মাধ্যমে ১,০০,০০,০০০/-(এক কোটি টাকা) অগ্রিম প্রদান করতে প্ররোচিত করা হয়েছিল যা যথাযথভাবে বিপরীত পক্ষের অ্যাকাউন্টে জমা হয়েছিল। কিন্তু অগ্রিম পরিমাণটি ১২.১২.২০০৭ তারিখের সমঝোতা স্মারক অনুসারে আবেদনকারীর কোম্পানিকে কোনও ম্যাঙ্গানিজ আকরিক সরবরাহ না করে অপব্যবহার করা হয়েছিল যার মাধ্যমে বিপরীত পক্ষ নং ২ আবেদনকারীর কোম্পানিকে উত্থাপিত সমস্ত ম্যাঙ্গানিজ সরবরাহ করতে রাজি হয়েছিল এবং অন্য কেউ নয়। ১২.১২.২০০৭ তারিখের চুক্তিপত্র অনুযায়ী, ২ নং বিপরীত পক্ষের মোহিনী ইন্ডাস্ট্রিজের নাম এবং শৈলীর অধীনে খনির মালিকানা ব্যবসার মালিক হওয়ার অর্থ ছিল তার মালিকানা ব্যবসাকে একটি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানিতে রূপান্তরিত করা।

৭। এই ধরনের অন্তর্ভুক্তির পরে, ২ নং এর বিপরীতে ছিল তার সমস্ত শেয়ার আবেদনকারীর কোম্পানিতে বা তার মনোনীতদের কাছে ২০.০৩.২০০৮ দ্বারা স্থানান্তর করা, মোট বিবেচনার পরিমাণ পাওয়ার পরে। ৩,২০,০০,০০০.০০. (তিন কোটি কুড়ি লক্ষ টাকা) শুধুমাত্র।

চুক্তির আবেদনকারীকে কার্যকর করার সময় কোম্পানিকে ৫০,০০,০০০-(পঞ্চাশ লক্ষ টাকা) দিতে হত। চুক্তি অনুযায়ী আবেদনকারীর কোম্পানিকে রসিদ প্রাপ্তির বিপরীতে নগদ টাকা দিয়ে ১,০০,০০,০০০/- (এক কোটি টাকা) দিতে হত। উভয় রিভিশন অ্যাপ্লিকেশনে আর্গুমেন্ট অ্যাডভান্স করা হয়েছে। 15.02.2008 তারিখে আবেদনকারীর কোম্পানি টাকা প্রদান করার কথা ছিল। ২৫,০০,০০০/- (পঁচিশ লক্ষ টাকা) বিপরীত পক্ষের নং ২. আবার 20.03.2008 তারিখে আবেদনকারীর কোম্পানিকে ৯৫,০০,০০০/- (পঁচানব্বই লক্ষ টাকা) পরিমাণ পরিশোধ করতে হয়েছিল। অনুসারে আবেদনকারী কোম্পানীর পরিশোধ করার জন্য চুক্তির স্মারকলিপি অবশিষ্ট পরিমাণ ৫০,০০,০০০/- (পঞ্চাশ লক্ষ টাকা) দ্বারা হস্তান্তরের সময় ২নং বিপরীত পক্ষের নিকট চেক মোট শেয়ার। এরই মধ্যে আবেদনকারীর কোম্পানি তারিখ থেকে ম্যাঙ্গানিজ আকরিক ক্রয় চালিয়ে যান শেয়ার হস্তান্তর না হওয়া পর্যন্ত চুক্তি সম্পাদন। ২ নং পক্ষ ছিল সরকারের যাবতীয় রাজস্ব পরিশোধ করা। রয়্যালটি, বন সেস, ভাড়া, বিক্রয় কর এবং প্রদেয় অন্যান্য পাওনা তফসিলভুক্ত এলাকার সম্মান

<u>উভয় পুনর্বিবেচনার আবেদনে যুক্তি উত্থাপিত হয়েছে।</u>

৮। সিনিয়র আইনজীবী সন্দীপন গঙ্গোপাধ্যায়, হাজির উভয় রিভিশন আবেদনে আবেদনকারীর পক্ষে যুক্তি দিয়েছিলেন যে আবেদনকারী সংস্থাটি অন্যতম ১৯৯৬ সাল থেকে লোহা এবং ইস্পাত ক্ষেত্রে খ্যাতিমান উদ্বেগ, ছিল

এই মুহূর্তে, অভিযুক্ত সুরেশ আগরওয়াল (সিআরআর ৪২৯ এর ২০১৬) সাথে সম্পর্কিত বিপরীত পক্ষের নম্বর ২) এবং দত্তুলাল মুরালিধারী গান্ধী (সিআরআর ৪২৬ এর ২০১৬ সাথে সম্পর্কিত বিপরীত পক্ষের নম্বর ২) আবেদনকারী সংস্থার কর্মকর্তাদের কাছে ম্যাঙ্গানিজ খনি পরিচালনার প্রস্তাব নিয়ে গিয়েছিলেন যা তাদের (সিআরআর ৪২৫ এবং ৪২৬ এর ২০১৬) বিপরীত পক্ষের নম্বর ২) মালিকানা সংস্থাকে যথাক্রমে মধ্যপ্রদেশ রাজ্য দ্বারা বরাদ্দ করা হয়েছিল। এমওইউ এর পরিপ্রেক্ষিতে বিপরীত পক্ষ নং ২-কে প্রথমে তাদের মালিকানাধীন সংস্থাকে কোম্পানি আইন, ১৯৫৬-এর অধীনে যথাযথভাবে অন্তর্ভুক্ত একটি প্রাইভেট লিমিটেড সংস্থায় রূপান্তরিত করতে হবে এবং তারপরে আবেদনকারী সংস্থা বা তার মনোনীতদের নামে উক্ত সংস্থাগুলির শেয়ার স্থানান্তর করতে হবে যার ফলে আবেদনকারী সংস্থা উক্ত নতুন সংস্থার মালিক হয়ে উঠবে যার ফলে এমন একটি অবস্থান তৈরি হবে যার মাধ্যমে তারা নং ২ বিপরীত পক্ষের মালিকানাধীন সংস্থার পক্ষে ভুল খনন ইজারাটি ব্যবহার করতে পারে উভয় ক্ষেত্রেই।

৯। এরপরে শ্রী গাঙ্গুলি বলেন যে, চুক্তির শর্তাবলীর সম্পূর্ণ বিপরীতে বিরোধী পক্ষ নং ২-এর কেউই (যথাক্রমে ২০১৬-র সি. আর. আর ৪২৫ এবং ৪২৬ উভয়ের সাথে সম্পর্কিত) মালিকানাধীন সংস্থাকে একটি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানিতে স্থানান্তর করার জন্য কোনও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়নি। তদুপরি, উভয় ক্ষেত্রেই বিরোধী পক্ষ নং ২ একটি স্বাধীন সংস্থা তৈরি করেছে যার নাম হরিয়ানা মিনারেলস ম্যাঙ্গানিজ ওর (পি) লিমিটেড ২০১৬-এর সি. আর. আর ৪২৫ এবং মোহিনী ম্যাঙ্গানিজ ওর (পি) লিমিটেড ২০১৬-এর সি. আর. আর ৪২৬-এর সাথে সম্পর্কিত একটি খারাপ উদ্দেশ্য নিয়ে। উপরন্তু, বেসরকারী লিমিটেড সংস্থা গঠনের পরে ২০১৬-এর সি. আর. আর ৪২৫-এ বিপরীত পক্ষ নং ২ আবেদনকারীর পক্ষে উক্ত কোম্পানির মাত্র ২৮ শতাংশ শেয়ার হস্তান্তর করেছে। সুতরাং, সি. আর. আর নং ৪২৫ এবং ৪২৬ এর ২০১৬ যথাক্রমে খনির ইজারা ধারণকারী মালিকানাধীন সংস্থার স্বাধীন মর্যাদা সংরক্ষণ করা হয়েছিল এবং আবেদনকারীকে একটি বেসরকারী লিমিটেড সংস্থার মালিকানা হস্তান্তর করা হয়েছিল, যার কোনও সম্পদ ছিল না।

১০। শ্রী গাঙ্গুলি যুক্তি দেখিয়েছেন যে খনিজ ছাড় বিধিমালা ১৯৬০-এর বিধি ১৭ অনুসারে, যে কোনও ধরনের খনির ইজারা হস্তান্তরের জন্য রাজ্য সরকারের লিখিত পূর্ব সম্মতির প্রয়োজন হবে। এই কথিত সত্যটি অবশ্যই এর মধ্যে ছিল। বিপরীত পক্ষের জ্ঞান নং ২, একজন বিশেষজ্ঞ বলে দাবি করে

খনি সংক্রান্ত বিষয়ে এই তথ্য থাকা সত্ত্বেও বিরোধী পক্ষ নং ২ আবেদনকারী কোম্পানিকে ১ নম্বর তারিখের চুক্তি করতে প্ররোচিত করে এবং এর মাধ্যমে ২০১৬ সালের সি. আর. আর ৪২৫ এবং ২০১৬ সালের সি. আর. আর ৪২৬-এর ক্ষেত্রে ৯৬,২০ টাকা, (ছিয়াশি লক্ষ কুড়ি হাজার তিনশো পঞ্চাশ টাকা) এবং (তিন কোটি ছাব্বিশ লক্ষ টাকা) টাকা পায়।

১১। সি. আর. আর ৪২৫ এবং ৪২৬ এর ২০১৬ উভয় ক্ষেত্রেই শ্রী গাঙ্গুলি বলেন যে, খনি পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় সরকারি বিভাগের কাছ থেকে পরিবেশ ছাড়পত্র যা একটি পূর্বশর্ত, তা বিরোধী পক্ষকে প্রদান করতে হবে। ২। যদিও, ২ নম্বর পক্ষের বিপরীতে আর্থিক সুবিধা পাওয়া প্রয়োজনীয় সরকারি বিভাগের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় পরিবেশ ছাড়পত্র পায়নি যার ফলে উক্ত খনিটি কোনও বাণিজ্যিক মূল্য ছাড়াই নিছক জমিতে রূপান্তরিত হয়েছিল কারণ ম্যাঙ্গানিজ আকরিক উত্তোলনের কোনও উপায় ছিল না।

১২। শ্রী গাঙ্গুলি আরও দাবি করেছেন যে ২০১৬ সালের সিআরআর ৪২৫ সম্পর্কিত রেফারেন্স নম্বর ৩-৬৬০/২০০৪ ১২/২ তারিখের ২৯.১২.২০০৮ এবং সম্বলিত একটি চিঠি রয়েছে। রেফারেন্স নং। ৩-৬৫/২০০৪ ১২/২ তারিখ ১৭/০৯/২০০৮

মধ্যপ্রদেশ সরকারের খনি বিভাগ কর্তৃক সি. আর. আর ৪২৬ এর ২০১৬ সঙ্গে কথিতভাবে জারি করা সংযোগটি বিরোধী পক্ষ নং ২ দ্বারা আবেদনকারীর কাছে হস্তান্তর করা হয়েছিল, যা উভয় ক্ষেত্রেই মিথ্যা এবং বানোয়াট নথি ছিল। পরবর্তী তদন্তে এটিও জানা যায় যে সম্পত্তি কর এবং অ-লৌহ খনির এবং ধাতব শিল্পের জন্য করও বিরোধী পক্ষ নং ২-এর মালিকানা সংস্থা দ্বারা মধ্যপ্রদেশ সরকারের পক্ষে ক্রমাগত প্রদান করা হয়েছিল (২০১৬ সালের সি. আর. আর ৪২৫ এবং সি. আর. আর নং ২-এর সাথে সম্পর্কিত)। সি. আর. আর ৪২৫ এবং ২০১৬ সঙ্গে সম্পর্কিত মোহিনী ম্যাঙ্গানিজ অ্যান্ড ওর (পি) লিমিটেডের অন্তর্ভুক্তির তারিখ সম্পর্কিত হরিয়ানা মিনারেল ম্যাঙ্গানিজ ওর প্রাইভেট লিমিটেডের ক্ষেত্রে '১২.০৩.২০০৮' তারিখের প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানিটি অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পরেও, যার অর্থ সরকারের নথিগুলি এখনও খনির ইজারাধারী হিসাবে স্বত্বের উদ্বেগের প্রতিফলন ঘটায়, পরবর্তীকালে ২০১৬-র সি. আর. আর. ৪২৫ এর ২০১৬ এবং ৪২৬ এর ২০১৬ উভয় ক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্ত প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানিগুলি নয়।

১৩। শ্রী গাঙ্গুলি এমপি বনাম আওয়াধ কিশোর গুপ্ত এবং অন্যান্যদের একটি মামলার উপর নির্ভর করেছেন (২০০৪) ১ সুপ্রিম কোর্টের মামলাগুলি ৬৯১।

১৪। এর বিরোধিতা করে, মাননীয় অ্যাটর্নি মিঃ সচিত তালুকদার, উভয় পুনর্বিবেচনার আবেদনে যুক্তি দিয়েছেন যে আবেদনকারী ১৫৬ (৩) ধারায় অভিযোগ করেননি যে, খনির ইজারা অর্জনের জন্য পক্ষগুলির মধ্যে একটি লিখিত চুক্তি করা হয়েছিল এবং তারপরে এর কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছিল। একমাত্র অভিযোগ ছিল মৌখিক চুক্তি অনুসারে ম্যাঙ্গানিজ আকরিক সরবরাহ না করার অভিযোগ। মালিকানার মালিকানা নিজেই একটি কোম্পানিতে রূপান্তরিত করতে এবং পরিবর্তে নতুন সংস্থা তৈরি করতে ব্যর্থ হওয়ার বিষয়ে আবেদনকারীর দাবির বিরোধিতা করেছেন মিঃ তালুকদার। অভিযোগ করেছেন যে এই ধরনের পদ্ধতির অস্তিত্ব নেই। একমাত্র সম্ভাব্য পদ্ধতি হল একটি পৃথক সংস্থা তৈরি করা এবং এই জাতীয় সংস্থাকে সমিতির স্মারকলিপিতে তার উদ্দেশ্যগুলির মাধ্যমে একই উদ্দেশ্যযুক্ত সংস্থাগুলির অধিগ্রহণ/অধিগ্রহণ বা পরিচালনা করার অনুমতি দেওয়া হবে।

১৫। শ্রী তালুকদার আরও বলেছেন যে উভয় ক্ষেত্রেই বিপরীত পক্ষ নং ২ তারিখের চুক্তিতে বর্ণিত হিসাবে যথাযথভাবে তাদের ভূমিকা পালন করেছে। উপরন্তু, আবেদনকারী সংস্থার ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং তাঁর বাবা তখন থেকে নবগঠিত সংস্থার একমাত্র পরিচালক ছিলেনতাত্ক্ষণিক কার্যক্রম শুরু হওয়ার সময় পর্যন্ত ২০০৮।

১৬। এরপরে, শ্রী তালুকদার মধ্যপ্রদেশ সরকারের জারি করা চিঠিগুলি সম্পর্কে তাঁর যুক্তি তুলে ধরেছিলেন যে উভয় ক্ষেত্রেই নবগঠিত সংস্থাগুলির পক্ষে খনির ইজারা হস্তান্তর মোটেও জাল নয়। তাঁর যুক্তির সমর্থনে, এটিকে আরও বিশ্বাসযোগ্য করার জন্য, শ্রী তালুকদার আদেশের উপর নির্ভর করেছিলেন যার ফলে মধ্যপ্রদেশ সরকারের কাছ থেকে আরটিআই-এর মাধ্যমে প্রাপ্ত নবগঠিত সংস্থাগুলির পক্ষে খনির ইজারা হস্তান্তর করা হয়েছিল।

১৭। শ্রী তালুকদার আবার বলেন যে, আবেদনকারীর দ্বারা দায়ের করা ১৫৬ (৩) টি অভিযোগের মধ্যে পাওয়া একমাত্র অভিযোগটি বিপরীত পক্ষ নং ২ দ্বারা ম্যাঙ্গানিজ আকরিকের কথিত সরবরাহ না করার বিষয়ে অর্থ প্রদান করা সত্ত্বেও অভিযোগকারী ক্রয় আদেশের মতো নথি জমা দিয়ে প্রমাণ করেননি, যা উভয় ক্ষেত্রেই আবেদনকারী সংস্থা এবং বিপরীত পক্ষ নং ২-এর সংস্থার মধ্যে সম্পাদিত সমঝোতা স্মারকের অনুলিপি।

১৮। তাঁর যুক্তি দিয়ে বিদায় নেওয়ার আগে, মিঃ তালুকদার পক্ষগুলির মধ্যে চুক্তির (এমওইউ) কথা উল্লেখ করেছেন এবং জমা দেওয়া উভয় মামলার মধ্যে বিরোধী পক্ষ নং ২ বলেছেন তাদের নিজ নিজ খনির ইজারা সংক্রান্ত কর

একই ধারা ৯ এবং ১০ উল্লিখিত নির্দেশাবলী যাতে খনির ইজারা বাতিল না হয় তা নিশ্চিত করার জন্য। মিঃ তালুকদার আরও যুক্তি দিয়েছিলেন যে পরিবেশগত ছাড়পত্র পেতে ব্যর্থতার অভিযোগ আবেদনকারী দ্বারা উভয় ক্ষেত্রেই বিরোধী পক্ষ নং ২-এর নজরে কখনও আনা হয়নি।

১৯। শ্রী তালুকদার তাঁর যুক্তির সমর্থনে নিম্নলিখিত মামলাগুলির উপর নির্ভর করেছিলেনঃ-

অনিতা মালহোত্রা বনাম অ্যাপারেল এক্সপোর্ট প্রোমোশন কাউন্সিল রিপোর্ট করেছে (২০১২) ১ সুপ্রিম কোর্টের মামলা ৫২০

দত্তি কামেশ্বরী বনাম সিঙ্গম রাও শরথ চন্দ্র এবং আরেকটি ২০১৫ এস. সি. সি অনলাইন হাইড ৩৮৯।

২০। ২০১৬ সালের সিআরআর ৪২৫ এবং ৪২৬ এর সাথে সম্পর্কিত রাষ্ট্রপক্ষের পক্ষে উপস্থিত লেফটেন্যান্ট অ্যাডভোকেট, জনাব ইমরান আলী এবং জনাব বিদ্যুৎ কুমার রায় উভয়ই দাখিল করেছেন যে চূড়ান্ত প্রতিবেদনটি একটি দেওয়ানি প্রকৃতির মামলার তদন্তের উপর নির্ভর করে বলা হয়েছিল এবং উভয় পক্ষের মধ্যে সমঝোতা স্মারক (চুক্তি) যথাযথভাবে পালন করা হয়েছিল, উভয় সংশোধন আবেদনের সাথে সম্পর্কিত বিপরীত পক্ষ নং ২ দ্বারা নবগঠিত কোম্পানিগুলির পক্ষে খনির ইজারা হস্তান্তর করা হয়েছিল।

২১। আওয়াধ কিশোর গুপ্ত (উপরে) মামলায় সুপ্রিম কোর্ট কার্যধারা বাতিল করার জন্য ফৌজদারি দণ্ডবিধির ধারা ৪৮২ অধীনে একটি আবেদন বিবেচনা করার ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত নীতি নির্ধারণ করেছেঃ-

" ১৩। মনে রাখতে হবে যে তদন্ত সম্পূর্ণ হয়নি এবং সেই পর্যায়ে হাইকোর্টের পক্ষে উপাদানগুলি খতিয়ে দেখা অগ্রহণযোগ্য ছিল, যার গ্রহণযোগ্যতা মূলত বিচারের জন্য একটি বিষয়। কোডের ধারা ৪৮২ এর অধীনে এখতিয়ার প্রয়োগ করার সময়, আদালতের পক্ষে ট্রায়াল জজ হিসাবে কাজ করা জায়েজ নয়। এমনকি যখন সেই পর্যায়ে অভিযোগ তৈরি করা হয়, তখনও আদালতকে কেবল অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য পর্যাপ্ত ভিত্তি থাকার বিষয়ে প্রাথমিকভাবে সন্তুষ্ট হতে হয়। সেই সীমিত উদ্দেশ্যে, আদালত নথিতে উপাদান এবং নথি মূল্যায়ন করতে পারে তবে এটি প্রমাণের প্রশংসা করতে পারে না। চাঁদ ধাওয়ান বনাম জওহরলাল [(১৯৯২) ৩ এস. সি. সি. ৩১৭:১৯৯২ এস. সি. সি. (সি. আর. আই) ৬৩৬] মামলায় দেখা গেছে যে, যখন কোনও পক্ষের উপর নির্ভর করা উপাদানগুলি প্রমাণ করার প্রয়োজন হয়, তখন অভিযোগটিকে অগ্রহণযোগ্য বলে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য সেই উপাদানগুলির ভিত্তিতে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় না। আদালতের কোডের ধারা ৪৮২-এর অধীনে আবেদনের সংযুক্তির ভিত্তিতে কাজ করা উচিত নয়, যা পরীক্ষা ও প্রমাণ না করে প্রমাণ হিসাবে অভিহিত করা যায় না। যখন আইনের নীতির আলোকে মামলার প্রকৃত অবস্থান বিবেচনা করা হয়, তখন অনিবার্য উপসংহার হল যে সংশ্লিষ্ট মামলার তদন্ত ও কার্যধারা বাতিল করার ক্ষেত্রে হাইকোর্ট ন্যায়সঙ্গত ছিল না (অপরাধ নং ১১৬ এর ১৯৯৪) বিশেষ পুলিশ প্রতিষ্ঠান, লোকায়ুক্ত দ্বারা নিবন্ধিত,

গোয়ালিয়র। আমরা বিতর্কিত রায়টি বাতিল করে দিচ্ছি। রাজ্য এই বিষয়ে আরও এগিয়ে যাওয়ার স্বাধীনতা থাকবে। "

২২। অনিতা মালহোত্রা (উপরে) নিম্নরূপঃ-

" ১৬। উপরোক্ত বিধানগুলি পড়ে স্পষ্ট হয় যে, কোম্পানি আইনের ১৫৯ ধারার অধীনে একটি বিধিবদ্ধ প্রয়োজনীয়তা রয়েছে যে, শেয়ার মূলধনযুক্ত প্রতিটি কোম্পানিকে কোম্পানির রেজিস্ট্রারের কাছে একটি বার্ষিক রিটার্ন দাখিল করতে হবে যার মধ্যে বিদ্যমান পরিচালকদের বিবরণ অন্তর্ভুক্ত থাকবে। কোম্পানি আইনের বিধানগুলির জন্য একটি কোম্পানির দ্বারা বার্ষিক রিটার্ন পরিদর্শনের জন্য উপলব্ধ করা প্রয়োজন (ধারা ১৬৩) এবং সেইসাথে ধারা ৬১০ যা যে কোনও ব্যক্তিকে কোম্পানি রেজিস্ট্রারের রাখা নথি পরিদর্শন করার অধিকার দেয়। হাইকোর্ট ১৮৭২ সালের সাক্ষ্য আইনের ধারা ৭৪ উপেক্ষা করে একটি ত্রুটি করেছিল। ধারা ৭৪-এর উপ-ধারা (১)-এ সরকারি নথি উল্লেখ করা হয়েছে এবং উপ-ধারা (২) বলা হয়েছে যে সরকারি নথিতে "যে কোনও রাজ্যের ব্যক্তিগত নথিতে রাখা সরকারি নথি" অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। কোম্পানি আইন, ১৯৫৬-এর ধারা ১৫৯,১৬৩ এবং ৬১০ (৩)-এর একটি যৌথ পাঠ, যা সাক্ষ্য আইন, ১৮৭২-এর ধারা ৭৪-এর উপ-ধারা (২)-এর সঙ্গে পাঠ করা হয়েছে, তা স্পষ্ট করে দেয় যে বার্ষিক রিটার্নের একটি প্রত্যয়িত অনুলিপি একটি সরকারি নথি এবং হাইকোর্ট যে বিপরীত সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে তা বজায় রাখা যাবে না।

১৯। হর্ষেন্দ্র কুমার ডি. ভি. রেবাতিলতা কোলে। (২০১১) ৩ এস. সি. সি. ৩৫১: (২০১১) ১ এস. সি. সি. (সি. আই. ভি) ৭১৭: (২০১১) ১ এস. সি. সি. (সি. আর. আই) ১১৩৯] মামলায় ফৌজদারি কার্যধারা বাতিল করার জন্য ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৯৭৩ (সংক্ষেপে "কোড")-এর ধারা ৪৮২-এর অধীনে হাইকোর্টের ক্ষমতার সাথে একই বিধান বিবেচনা করে এই আদালত রায় দিয়েছেঃ (এস. সি. সি. পিপি-৩৬১-৬২, প্যারা ২৫)

"২৫। আমাদের বিচারে, উপরের পর্যবেক্ষণগুলি হতে পারে না। এর অর্থ হল যে কোনও ফৌজদারি মামলায় যেখানে বিচার এখনও হয়নি

সংঘটিত হয় এবং বিষয়টি সমন জারি বা বিবেচনার পর্যায়ে থাকে, অভিযুক্তদের দ্বারা নির্ভর করা সামগ্রী যা সর্বজনীন নথির প্রকৃতির বা যে উপকরণগুলি সন্দেহ বা সন্দেহের বাইরে, কোনও পরিস্থিতিতে নয়, হাইকোর্ট ধারা ৪৮২ এর অধীনে তার এখতিয়ার প্রয়োগ করে বা কোডের ধারা ৩৯৭ এর অধীনে পুনর্বিবেচনামূলক এখতিয়ার প্রয়োগ করে সেই বিষয়টির দিকে নজর দিতে পারে। এখন এটা মোটামুটি নিষ্পত্তি হয়েছে যে, যে মামলায় অভিযোগ বাতিল করার চেষ্টা করা হয়, সেই ক্ষেত্রে ধারা ৪৮২ অধীনে সহজাত এখতিয়ার বা কোডের ধারা ৩৯৭ অধীনে পুনর্বিবেচনামূলক এখতিয়ার প্রয়োগ করার সময়, হাইকোর্টের পক্ষে অভিযুক্তের প্রতিরক্ষা বিবেচনা করা বা অভিযোগের গুণাগুণ সম্পর্কে তদন্ত শুরু করা ঠিক নয়। তবে, একটি উপযুক্ত মামলায়, যদি অভিযুক্তের দ্বারা উপস্থাপিত নথির মুখে-যা সন্দেহ বা সন্দেহের বাইরে-তার বিরুদ্ধে অভিযোগ দাঁড়াতে না পারে, তবে অভিযুক্তকে বিচারের জন্য অবনমিত করা হলে এবং তাকে বিচার আদালতে তার প্রতিরক্ষা প্রমাণ করতে বলা হলে তা ন্যায়বিচারের উপহাস হবে। এই জাতীয় বিষয়ে, ন্যায়বিচারের প্রচারের জন্য বা অবিচার বা প্রক্রিয়ার অপব্যবহার রোধ করার জন্য, হাইকোর্ট এমন উপাদানগুলি খতিয়ে দেখতে পারে যা এর উপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলে বিষয়টি প্রাথমিক পর্যায়ে। "

২৩। দত্তি কামেশাওয়ারীতে (উপরে) অনুচ্ছেদ ১৬ এটি নিম্নরূপ ছিলঃ-

" ১৬। ২০১৪ সালের ডব্লিউ. পি. নং ৭৮৬০-এ একই হাইকোর্টের একজন বিদ্বান একক বিচারক, তারিখ হিসাবে নেওয়া যেতে পারে। গৌণ প্রমাণ এবং এটি নিম্নরূপ অনুষ্ঠিত হয়েছিলঃ

সাক্ষ্য আইনের ৬৫ ধারার ধারা (চ) স্পষ্ট করে দেয় যে, সাক্ষ্য আইন বা অন্য যে কোনও আইনের অধীনে অনুমোদিত প্রত্যয়িত প্রতিলিপিকে গৌণ প্রমাণ হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে। আমার মতে, তথ্যের অধিকার আইন "ভারতে বলবৎ অন্য যে কোনও আইনের" আওতায় পড়ে। "তথ্যের অধিকার"-এর সংজ্ঞাটি স্পষ্ট করে দেয় যে নাগরিকদের তথ্য পাওয়ার অধিকারের অধীনে নথির প্রত্যয়িত অনুলিপি দেওয়া হয়। আমার দৃষ্টিতে, নীচের আদালত সঠিকভাবে মতামত দিয়েছে যে নথিগুলিকে গৌণ প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে। আমি এই যুক্তিতে কোনও যোগ্যতা দেখছি না যে ২০০৫ সালের আইনের অধীনে প্রাপ্ত নথিগুলি সত্যিকারের অনুলিপি বা প্রত্যয়িত অনুলিপি। উপরোক্ত সংজ্ঞাটি দেখায় যে সেগুলি প্রত্যয়িত অনুলিপি। অন্যথায়, এটি লক্ষণীয় আকর্ষণীয় যে কালো রঙে অভিধান, "প্রত্যয়িত অনুলিপি" এর অর্থ নিম্নরূপঃ-

"প্রত্যয়িত অনুলিপি"-একটি নথি বা রেকর্ডের একটি অনুলিপি, যার হেফাজতে অফিসার দ্বারা সত্যিকারের অনুলিপি হিসাবে স্বাক্ষরিত বা প্রত্যয়িত মূলটি অর্পণ করা হয়েছে। "

যেহেতু নথিগুলি সাক্ষ্য আইনের ধারা ৬৫ আওতায় রয়েছে, তাই এর সাথে এর তুলনা করার কোনও প্রয়োজন ছিল না। মূলগুলি”

২৪। এর উপরোক্ত পর্যবেক্ষণের উপর নজর রাখা মহামান্য শীর্ষ আদালত, আমি এই সংশোধনীর গুণাগুণ অনুসন্ধান করছি হাতে অ্যাপ্লিকেশন।

সিদ্ধান্তঃ

স্বীকৃত তথ্যঃ-

২৫। এটি বিতর্কিত নয় যে একটি চুক্তি (এমওইউ) ছিল উভয়ের অভিন্ন আবেদনকারীর মধ্যে সংশোধন

আবেদন এবং বিপরীত পক্ষের ২ নং রিভিশন আবেদন। চুক্তি অনুযায়ী বিপরীত পক্ষের ২ নং সংশোধন আবেদনগুলির মধ্যে ছিল তাদের নিজ নিজ মালিকানাধীন খনির ব্যবসাকে কোম্পানি আইনের অধীনে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য একটি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানিতে রূপান্তর করা এবং বেসরকারী লিমিটেড কোম্পানিগুলি অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পরে উভয় মালিকানাধীন সংস্থার খনির ইজারা সদ্য অন্তর্ভুক্ত বেসরকারী লিমিটেড কোম্পানিগুলির নামে স্থানান্তরিত করা হবে।

২৬। আরও স্বীকৃত সত্য হল, সি. আর. আর ৪২৫ এর ২০১৬ ক্ষেত্রে বিরোধী পক্ষ নং ২ আবেদনকারী কোম্পানিকে ২৮% শেয়ার হস্তান্তর করে এবং সি. আর. আর ৪২৬-এর ক্ষেত্রে শেয়ার আবেদনকারীর কোম্পানিতে হস্তান্তর করা হয়।

<u>বিতর্কিত বিষয়ঃ-</u>

২৭। এটা সত্য যে উভয় ক্ষেত্রেই ফৌজদারি দণ্ডবিধির ধারা ১৫৬ (৩) অধীনে আবেদনগুলি বিবেচনার অর্থ প্রদান করা সত্ত্বেও ম্যাঙ্গানিজ আকরিকের সরবরাহ না করার অভিযোগে দায়ের করা হয়েছিল কিন্তু এই মামলার তদন্তটি সমঝোতাপত্রের পরিপ্রেক্ষিতে পক্ষগুলির মধ্যে সমস্ত বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে পরিচালিত হয়েছিল। যুক্তির সময় মিঃ তালুকদার এই বিষয়টি অস্বীকার করেননি। অতএব, আবেদন করে আইন চালু করা হয়েছিল

ফৌজদারি দণ্ডবিধির ধারা ১৫৬ (৩) অধীনে পক্ষগুলির মধ্যে চুক্তি ও বিরোধের পরিপ্রেক্ষিতে তদন্ত করা হয়েছিল এবং সেই অনুযায়ী দলগুলির উত্থাপিত সমস্ত বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে তদন্ত করা হয়েছিল। আমি ফৌজদারি কার্যবিধিতে এমন কোনও বিধান খুঁজে পাই না যা তদন্ত কর্মকর্তাকে কেবল লিখিত অভিযোগে উত্থাপিত বিষয়ে কঠোরভাবে সীমাবদ্ধ করে। অতএব, আমি এই বিষয়ে মিঃ তালুকদারের সাথে একমত নই।

২৮। উভয় পুনর্বিবেচনার আবেদনের ক্ষেত্রে বিরোধী পক্ষ নং ২-এর সঙ্গে চুক্তি (এম. ও. ইউ) অনুযায়ী যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে পরিবেশগত ছাড়পত্র নেওয়ার কথা ছিল, কিন্তু কেস ডায়েরিতে কোথাও আমি এমন কোনও কাগজ পাইনি যা পরিবেশগত ছাড়পত্র দেখায় যা খনির লিজ-এ উল্লিখিত খনির কার্যক্রম চালানোর জন্য পূর্বশর্ত ছিল।

২৯। চুক্তি (MOU) অনুসারে, পুনর্বিবেচনার আবেদনের ক্ষেত্রে, উভয় বিপরীত পক্ষ নং ২ তাদের নিজ নিজ মালিকানা সংস্থার খনির ইজারা নবগঠিত বেসরকারি লিমিটেড কোম্পানির অনুকূলে হস্তান্তর করতে সম্মত হয়েছে। বিপরীত পক্ষ নং ২ অনুসারে, মধ্যপ্রদেশ সরকার কর্তৃক জারি করা একটি নথি অনুসারে, তারা ইতিমধ্যেই নবগঠিত কোম্পানির অনুকূলে তাদের নিজ নিজ খনির ইজারা হস্তান্তর করেছে। প্রকৃতপক্ষে, তদন্তের সময়, তদন্তকারী কর্মকর্তা মধ্যপ্রদেশ সরকার কর্তৃক জারি করা খনির ইজারা হস্তান্তরের আদেশ অনুসারে নবগঠিত কোম্পানিগুলির অনুকূলে শেয়ার হস্তান্তরের উপর নির্ভর করেছিলেন এবং ফলস্বরূপ তদন্তকারী কর্মকর্তা চূড়ান্ত প্রতিবেদন জমা দিয়েছিলেন।

৩০। মধ্যপ্রদেশ সরকার কর্তৃক জারি করা খনির ইজারা হস্তান্তরের আদেশকে আরও বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার জন্য, বিপরীত পক্ষ নং ২ তথ্য অধিকার আইনের অধীনে একটি আবেদনের মাধ্যমে প্রাপ্ত হস্তান্তর আদেশ জমা দিয়েছে, আবেদনকারীর পক্ষে উত্থাপিত জাল নথির অভিযোগের বিরোধিতা করে।

৩১। এই আদালতে জমা দেওয়া আরটিআই-এর মাধ্যমে প্রাপ্ত নথিগুলি আরটিআই আইন, ২০০৫-এর নির্ধারিত পরামিতিগুলি মেনে চলেনি। প্রয়োজনীয়তা হল যে সিপিআইও কে "আরটিআই আইনের অধীনে সরবরাহ করা নথির আসল অনুলিপি" নথিতে অনুমোদন করতে হবে, তার নাম, সি. পি. আই. ও-এর উপাধি এবং তার সরকারী কর্তৃপক্ষের নাম সম্বলিত নথিতে স্বাক্ষর করতে হবে এবং সীলমোহর দিতে হবে। অতএব, আরটিআই-এর মাধ্যমে প্রাপ্ত নথিকে গ্রহণযোগ্য বলা যাবে না।

৩২। খনির ক্ষেত্রে পরবর্তী কর জমা ছাড়াও ইজারা আরও খনির স্থানান্তর সম্পর্কে সন্দেহ তৈরি করেছে

নবগঠিত প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানিগুলির পক্ষে ইজারা। কেস ডায়েরিতে সংগৃহীত প্রমাণ থেকে জানা যায় যে, উভয় ক্ষেত্রেই বিরোধী পক্ষ নং ২-এর উভয় মালিকানাধীন সংস্থা নবগঠিত প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানিগুলি (সিআরআর ৪২৫ এবং ২০১৬ এবং সিআরআর ৪২৬-এর সাথে সম্পর্কিত) অন্তর্ভুক্তির তারিখের পরবর্তী সময়ের জন্য ইজারা ভাড়া, সারফেস ভাড়া ইত্যাদি সহ সমস্ত ধরনের কর প্রদান করে যাচ্ছিল।

৩৩। বিচ্ছেদ করার আগে, আমার নজরে আসে যে খনিজ ছাড় বিধিমালা, ১৯৬০ এর বিধি ১৭ অনুসারে যে কোনও ধরনের খনির ইজারা হস্তান্তরের জন্য রাজ্য সরকারের লিখিত পূর্ব সম্মতি প্রয়োজন যা আমাদের ক্ষেত্রে অনুপস্থিত।

৩৪। আমার মতে, উপরের সমস্ত আলোচনা, বিশেষ করে খনির ইজারা হস্তান্তরের বিশ্বাসযোগ্যতা প্রকাশের জন্য এই মামলার আরও তদন্তের ন্যায্যতা দেয়। অতএব, আমি উভয় পুনর্বিবেচনার আবেদনের সাথে সম্পর্কিত আদেশে হস্তক্ষেপ করতে চাই যা কপি-পেস্ট প্রক্রিয়ার মাধ্যমে করা হয়েছে বলে মনে হয়।

৩৫। এরই ধারাবাহিকতায় জি.আর. ২১২১ এর ২০১৪ এবং জিআর মামলা নং ২১২০ এর ২০১৪ খারিজ হয়ে যায়।

৩৬। কলকাতার শিক্ষিত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, তদনুসারে ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ১৭৩ (৮) বিধানের পরিপ্রেক্ষিতে মামলাটি আরও তদন্তের জন্য পুলিশকে নির্দেশ দিতে।

৩৭। উভয় পুনর্বিবেচনার আবেদনই অনুমোদিত। ২০১৬ সালের সি. আর. আর ৪২৫ এবং ৪২৬ এর ২০১৬।

৩৮। অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ, যদি থাকে, খালি থাকে এবং সমস্ত মুলতুবি আবেদন, যদি থাকে, সেই অনুযায়ী নিষ্পত্তি করা হয়।

৩৯। কেস ডায়েরি ফেরত দেওয়া হবে।

৪০। পুনর্বিবেচনামূলক আবেদনের সমস্ত পক্ষ এই আদালতের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করা এই আদেশের সার্ভার অনুলিপিতে কাজ করবে।

৪১। এই আদেশের জরুরি ফটোস্ট্যাট প্রত্যয়িত অনুলিপি, যদি আবেদন করা হয়, তবে সমস্ত মেনে চলার পরে পক্ষগুলিকে সরবরাহ করা হবে প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা।

[বিচারপতি, বিভাস রঞ্জন দে]

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/ Upama Ganguly